দৈনিক খবর

009

তারিখ 09 JAN 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

রাজধানীর স্কুলে ছাত্র ভর্তি

মেধা নয়, ডোনেশনের দাপটে মধ্যবিত্তের সন্তানেরা অসহায়

।। তারিক-উল-ইসলাম ।।

রাজধানীতে ডোনেশন দিয়ে স্কুলে ভর্তির ঘটনা এবং ভিআইপি'দের প্রভাব খাটিয়ে তাদের ও আত্মীয়-স্বজনের সন্তানদের স্কুলে ভর্তির ঘটনা নতুন নয়। তবে এবার ঘোষণা দিয়ে ডোনেশন নিয়ে স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা হয়েছে এবং ভিআইপি'দের সন্তান ভর্তির জন্য কোটা চালু করা হয়েছে। ফলে মেধাভিত্তিক ভর্তির ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হচ্ছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষ এ ব্যবস্থায় কেবল প্রচুর অর্থই পাচ্ছে— তা নয়, একই সাথে একশ্রেণীর স্কুল কর্মকর্তা মোটা অংকের টাকা পকেটে পুরে নিয়ে বিত্তবানের সন্তানদের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। অল্প আয়ের অভিভাবকরা এ কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

'ভালো' স্কুল বলে পরিচিত মতিঝিলের একটি স্কুলে ডোনেশন ক্যাটাগরী সৃষ্টি করে নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো নোটিশে ঘোষণা দেয়া হয়েছে— এই ক্যাটাগরীতে ভর্তি করতে ইচ্ছুক যে সকল অভিভাবক ন্যূনপক্ষে ১০ হাজার টাকা ডোনেশন দিয়ে লাইফ ডোনার হতে ইচ্ছুক হবেন, তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। গতকাল এ স্কুলে প্রথম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে প্রথম শ্রেণীর আসনসংখ্যা ১২০। কিন্তু ২০৯১ জন ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে। এই ১২০টি আসনের মধ্যে ১২টি ডোনেশন ক্যাটাগরীতে ভর্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্যান্য শ্রেণীতেও ১০ ভাগ আসন ডোনার অভিভাবকদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

এদিকে ভিখারুননেসা নুন স্কুলে ভিআইপিদের জন্য মেধাভিত্তিক ভর্তিকে উপেক্ষা করে ২০ ভাগ আসন সংরক্ষণ

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

মেধা নয়, ডোনেশনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে। এই স্কুলে আসন সংখ্যা ২০০। এর মধ্যে ৪০টি আসনেই কেবল ভিআইপিদের সন্তানরা ভর্তি হতে পারবে। গত বৃহস্পতিবার এই স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে প্রায় ২০০০ শিশু।

গত বৃহস্পতিবার থেকে রাজধানীর স্কুলগুলীতে ভর্তি পরীক্ষা।

গত বৃহস্পতিবার থেকে রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ সবগুলো স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবার কথা।

'ভালো' বলে পরিচিত এ দু'টি ছাড়াও রাজধানীর উদয়ন, গভঃ ল্যাবরেটরী, অগ্রণী ও আরও কয়েকটা স্কুলেও কেবল 'মেধা'র ভিত্তিতে ভর্তি করা হচ্ছে না। বিভিন্ন ক্যাটাগরী ও অন্যায়ভাবে সৃষ্ট সিস্টেমের কারণে অনেক মেধাবান ছাত্র-ছাত্রী 'ভালো' স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না।

কোন কোন স্কুলে আঘোষিত ব্যবস্থায় ডোনেশন দিয়ে বিত্তবান অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভর্তির ব্যবস্থা করছে। প্রভাব খাটিয়েও আমলা-কর্তাব্যক্তিরা তাদের সন্তানদের ভালো স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে নির্দিষ্ট আসনের চেয়ে কোন কোন স্কুলে আসনসংখ্যা বাড়িয়েও বিত্তবান ও প্রভাবশালীদের সন্তান ভর্তির ব্যবস্থা চলছে বলে কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেছেন।

মেধা ও পরীক্ষাই বড় কথা নয়— ডোনেশন গ্রহণকারী স্কুলগুলোতে কে কত ডোনেশন দিতে পারে তার প্রতিযোগিতা লেগে যায়। আইডিয়াল স্কুলে ১০ হাজার টাকা ডোনেশনের কথা বললেও যে ডোনার যত বেশী টাকা ডোনেশন দিতে পারবেন, তাঁর সন্তানকেই ভর্তির অগ্রাধিকার দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। ফলতঃ ডোনেশন গ্রহণকারী স্কুলগুলোতে ডোনেশন প্রদানের প্রতিযোগিতা করেন বিত্তবানেরা। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ এখানে অসহায়।

শিশুদের অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারটাই বেশী সমস্যার। শিশুদের পিতা-মাতারা উৎকণ্ঠিত এবং এ জন্য চিন্তিত। এই ধারা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেছেন, ভালো স্কুলগুলোতে ফরম বিক্রি করে স্কুল কর্তৃপক্ষ লাখ লাখ টাকা কেবল গ্রহণ করেছে। নামে মাত্র পরীক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তা সন্তানরা ভালো পরীক্ষা দিলেও তা ভর্তি করা হবে না।

একটি স্কুলে ৩০ টাকা দামের ১২ ফরম বিক্রি করে ৩৬ হাজার টাকা আ হলিক্রস স্কুলের ভর্তি ফরম ৬০ ট করেও বিক্রি হয়েছে। ঐ স্কুলে এ ব লক্ষাধিক টাকা এসেছে। হলিক্রসে ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবার অগ্রণী স্কু কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিই করা হচ্ছে সেন্ট জোসেফ স্কুলে ও উইলস্ লি ফ্লাওয়ার স্কুলেও গতকাল পরী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উইলস্ লিটলে গতক কেজি শ্রেণীর পরীক্ষা হয়েছে। ত নার্সারী শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা হবে। শ্রেণীর ১৫০টি আসনের জন্য ১০ আবেদনপত্র পড়েছে।

রাজধানীতে সরকারী-বেসরক ৩৮০টি স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে এক লাখ ছাত্র-ছাত্রী লেখা-পড়া ক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলে সরকার

স্কুল বৃদ্ধি করা হবে বলে ঘো করেছেন। এই ঘোষণার বাস্তবায়ন দ্রুত হয়, ততই ভালো।